ইতিহাসের মনোরথ

কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজের
ইতিহাস বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ইতিহাসের ম্যাগাজিন

(২০২০-২০২১)

তত্ত্বাবধায়কঃ

ইতিহাস বিভাগ, কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজের পক্ষ থেকে
অধ্যাপক বিবেকানন্দ হালদার,
অধ্যাপক তপোবন ভট্টাচার্য্য,
অধ্যাপক আকতাব-উদ্দিন শেখ

ইতিহাসে মহামারী

মহামারী ও তার ঐতিহাসিক ভয়াবহতা

পৃথিবীতে মানুষ খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে অসংখ্যবার মহামারীর মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এ বাংলায় ষোলো শতক থেকেই অনেকবার মহামারীর মুখোমুখি হতে হয়েছে বাঙালিকে। প্রতিবারই লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। তবু হার মানেনি মানুষ। হার মেনেছে মহামারী। মধ্যযুগের ইতিহাস লেখক আবুল কাশিম ফিরিস্তার বর্ণনায় জানা যায়, ১৫৪৮ সালে বিহারে ভয়ানক প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে সুমের অর্থাৎ আজকের ইরাকে ভয়াবহ প্লেগ ছড়িয়ে ছিল। বাংলায় প্লেগ ও কলেরা ভয়াবহ মহামারী হিসেবে কয়েকবারই দেখা দিয়েছে। ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আফগান সুলতানদের শাসন ছিল। এ সময় রাজধানী গৌড়ে প্লেগ রোগ দেখা দেয়। প্লেগের ধরন অনেকটা করোনার মতোই। জ্বর, মাথাব্যথা, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি এবং ভীষণ ছোঁয়াচে; কিন্তু চিকিৎসা তেমন না থাকায় অসংখ্য মানুষ মারা যেতো। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়, প্লেগে গৌড়ে প্রতিদিন এক হাজারের বেশি মানুষ মারা যেত। এত শবদেহ দাফন করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মরদেহ বিল-ঝিল আর ভাগীরথী নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হতো।

১৮৯৬-এর প্রথমদিকে বোম্বেতে প্লেগ রোগের সূচনা হয়। দ্রুত মহামারী আকারে কলকাতা ও আশপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সিম্পসন তার রিপোর্টে জানান, ১৮৯৬-এর আগেই কলকাতায় প্লেগ রোগ শুরু হয়; কিন্তু সরকারি মেডিকেল বোর্ড তা স্বীকার করতে চায়নি। ১৮৯৮-এর মধ্যে ব্যাপকভাবে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য মানুষ মারা যেতে থাকে। এ সময়ের করোনাকালের মতোই স্বাস্থ্যবিধি মানার কথা সামনে চলে এসেছিল তখন। সে যুগে স্বাস্থ্য দফতর আরও অসহায় অবস্থায় ছিল। ওষুধ-ভ্যাকসিন বলতে গেলে কিছুই ছিল না। সবাইকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার কথা বলা হয়। শহরের ড্রেনগুলো পরিষ্কার করার বিশেষ ব্যবস্থা নেয় পৌরসভা। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সংক্রমণ কমানোর কথা বলা হয়। দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে প্লেগ সংক্রমণের হার বেশি ছিল। ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সীরা আক্রান্ত হয়েছিল বেশি। একটি লক্ষণীয় বিষয়- নারীদের চেয়ে পুরুষ বেশি আক্রান্ত হয়েছিল। জীবন হারিয়েছে পুরুষই বেশি। এর প্রধান কারণ, সে যুগে নারীরা বাইরে বেরোত কম। কলকাতা শহরে প্লেগ রোগীদের জন্য বিশেষ হাসপাতাল তৈরি হতে থাকে। ইংল্যান্ড থেকে অনেক ডাক্তার নিয়ে আসা হয়। এখানেও ধর্মীয় রক্ষণশীলতা কাজ করে। মুসলমানরা দাবি করে, তাদের জন্য আলাদা হাসপাতাল করতে হবে। প্রয়োজনে হাসপাতাল করার টাকা তারাই দেবে। মাড়োয়ারিরা নিজেদের জন্য আলাদা হাসপাতাল তৈরি করে কলকাতায়। গ্রামের মানুষও সচেতনতা দেখায়। সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য অনেক জায়গাতেই বাঁশের সাঁকো ভেঙে দিয়ে গণসংযোগের সুযোগ কমিয়ে দিত। এমন কী কোনো প্লেগ রোগী মারা গেলে সংক্রমণ না ছড়ানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রে রোগীর ঘর আগুনে পুড়িয়ে দিত। স্বাস্থ্যবিধি মানায় শেষ পর্যন্ত প্লেগ মহামারীকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিল বাংলার মানুষ।

আরেক প্রাণঘাতী মহামারী ছিল কলেরা। ১৮১৭ সালে এ মহামারীর প্রাদুর্ভাব প্রথম দেখা দেয়। কলকাতা থেকে কলেরা ছড়ানো শুরু হয়। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, সে সময় এক কলকাতাতেই গড়ে প্রতি হাজারে ১১-১২ জন মানুষ মারা যেত। ১৮১৭ সালে শুরু হওয়া কলেরা মহামারী ১৮২৪ পর্যন্ত কম-বেশি এর দাপট নিয়ে অব্যাহত থাকে। এরপর একই সময়ে না হলেও বিভিন্ন পর্যায়ে কলেরা সারা পৃথিবীর মহামারীতে পরিণত হয়। সারা পৃথিবী জুড়ে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ১৮৯৯ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে রাশিয়ায় প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ কলেরায় মারা যায়। ১৮১৭ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে ভারতে কলেরা গ্রাস করে দেড় লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ। ১৮৭৯-এর আগে কলেরার কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি। ফলে খুব অসহায়ভাবেই মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এ সময় কলেরায় বাংলায় গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। প্রতিদিনই এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে কান্নার রোল শোনা যেত। এমন অসহায় অবস্থায় মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সেই পাথরযুগের মানুষ থেকে শুরু করে এ আধুনিক যুগ পর্যন্ত এ প্রবণতা অব্যাহত ছিল। বলা হয়, কলেরা মহামারীর সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ মন্দির, পুরোহিত তান্ত্রিকদের দ্বারস্থ হতো। কলেরার একটি স্থানিক নাম ছিল ওলাওঠা।

আর আপাততঃ এখন আমাদের সংগ্রাম অতিমারী করোনার বিরুদ্ধে। এই পৃথিবী ব্যাপী সংগ্রামে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, শেষপর্যন্ত আমরাই জিতবো এবং অতিমারী শেষমেশ হার মানবে।

সংকলকঃ **উৎপল মণ্ডল, তৃতীয় বর্ষ**

মহামারী ও অতিমারী সভ্যতার ইতিহাসে একাধিকবার বিশেষ প্রভাব ফেলেছে

এবং

ইতিহাসচর্চাকেও সে অনেক সময় নতুন দিশা দেখিয়েছে।